প্রথম আলো

তারিখ ... 23 AUG 2016 ...
পৃষ্ঠা 20 ... কলাম ... 3 ...

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

হলের দাবিতে শিক্ষার্থীদের মিছিলে কাঁদানে গ্যাস, পানি প্রতিবাদে অবরোধ

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন আবাসিক হল নির্মাণের দাবিতে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের ওপর জলকামান থেকে পানি, কাঁদানে গ্যাসের শেল নিক্ষেপ করেছে পুলিশ। এতে ২৫-৩০ জন শিক্ষার্থী আহত হন।

এর প্রতিবাদে শিক্ষার্থীরা তাঁতীবাজার মোড়ে ছয় ঘণ্টা সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন। এতে ওই এলাকা এবং আশপাশের সড়কে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। দোকানপাটও বন্ধ থাকে। একই দাবিতে দ্বিতীয় দফায় আজ মঙ্গলবার ও কাল বুধবার বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র ধর্মঘট ডেকেছেন শিক্ষার্থীরা।

এরপর পৃষ্ঠা ১৭ কলাম ২

আবাসিক হলের দাবিতে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা মিছিলসহ স্মারকলিপি দেওয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় অভিমুখে রওনা হলে পুলিশ কাঁদানে গ্যাস ও জলকামান থেকে পানি নিক্ষেপ করে। গতকাল সকালে পুরান ঢাকার বংশাল থেকে তোলা ছবি ● প্রথম আলো

হলের দাবিতে শিক্ষার্থীদের মিছিলে কাঁদানে গ্যাস

শেষ পৃষ্ঠার পর

শিক্ষার্থীদের ওপর পুলিশের হামলার নিন্দা জানিয়েছে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি) ও সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট।

নাজিমউদ্দিন রোডের পরিত্যক্ত কেন্দ্রীয় কারাগারের ঐতিহ্য সংরক্ষণ করে জাতীয় চার নেতার নামে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের চারটি হল এবং কেরানীগঞ্জে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব জায়গায় নতুন হল নির্মাণের দাবিতে টানা ১৯ দিন ধরে আন্দোলন করছেন শিক্ষার্থীরা। এর ধারাবাহিকতায় গতকাল সোমবার ছিল প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় অভিমুখে মিছিল ও স্মারকলিপি পেশ। সে অনুযায়ী সকাল সাড়ে আটটার দিকে ক্লাস-পরীক্ষা বর্জন করে বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ মিনারের সামনে জড়ো হন শিক্ষার্থীরা। সাড়ে নয়টার দিকে ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ মিছিল শেষে কয়েক হাজার শিক্ষার্থী স্মারকলিপি নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় অভিমুখে রওনা হন। এতে বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্র ইউনিয়ন, ছাত্র ফেডারেশন, সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দলের নেতা-কর্মীরা যোগ দেন। রায়সাহেব বাজার মোড়, তাঁতীবাজার মোড়ে পুলিশি বাধা অতিক্রম করে মিছিলটি এগোতে থাকে। পরে নর্থ সাউথ রোডের বংশাল মোড়ে পুলিশের বাধা সরিয়ে শিক্ষার্থীরা এগোতে চাইলে পুলিশের সঙ্গে প্রথমে তাঁদের ধস্তাধস্তি হয়। একপর্যায়ে পুলিশ তাঁদের ছত্রভঙ্গ করতে জলকামান থেকে পানি ও কাঁদানে গ্যাসের শেল ছোড়ে।

এ সময় আতঙ্কে ছোটাছুটি করতে থাকেন পথচারীরা। দোকানপাট বন্ধ হয়ে যায়। শিক্ষার্থীরা সাড়ে ১০টার দিকে ইংলিশ রোডের তাঁতীবাজার মোড়ে ১৫-২০টি টায়ারে আগুন জ্বালিয়ে সড়ক অবরোধ করেন। হলের দাবিতে তাঁরা বিভিন্ন স্লোগান দেন। ওই সড়ক ও আশপাশের সড়কে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। গলিগুলোতে তীব্র যানজট সৃষ্টি হয়। দোকানপাট বন্ধ হয়ে যায়।

শিক্ষার্থীদের আন্দোলনে সমর্থন জানিয়ে তাঁতীবাজার মোড়ে বেলা একটার দিকে স্লোগান দেন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা। বেলা সোয়া দুইটার দিকে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা আজ ও কাল ছাত্র ধর্মঘটের ঘোষণা দিয়ে অবরোধ তুলে নেন।

সকাল নয়টা থেকে বেলা আড়াইটা পর্যন্ত নর্থ সাউথ রোড, বংশাল, ইংলিশ রোড, জনসন রোড, ধোলাইখাল ও নবাবপুর রোডে যান চলাচল ও আশপাশের দোকানপাট বন্ধ থাকায় যাত্রী, ক্রেতা-বিক্রেতাদের চরম দুর্ভোগে পড়তে হয়।

বেলা আড়াইটার দিকে নর্থ সাউথ রোডের মেসার্স জামাল আয়রনের স্বত্বাধিকারী কামাল হোসেন বলেন, শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের কারণে গত থেকে দোকান বন্ধ রাখতে হয়েছে। এতে প্রায় ৫০ হাজার টাকা লোকসান হয়েছে।

আন্দোলনরত শিক্ষার্থী রাইসুল ইসলাম *প্রথম আলোকে* বলেন, পুলিশের লাঠিপেটা, কাঁদানে গ্যাসের শেল, রাবার বুলেট ও গুলিতে প্রায় ৫০ জন শিক্ষার্থী আহত হন। তৌফিক এলাহী ও মিথুন রায় নামের দুই শিক্ষার্থীকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। অন্যরা বিভিন্ন হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসা নেন। শিক্ষার্থীদের দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চলবে। পরবর্তী কর্মসূচি বুধবার ঘোষণা করা হবে।

লাঠিপেটা ও গুলি করার অভিযোগ অস্বীকার করে পুলিশের লালবাগ বিভাগের উপকমিশনার মোহাম্মদ ইব্রাহীম খান *প্রথম আলোকে* বলেন, শিক্ষার্থীদের একটি প্রতিনিধিদলের প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু তিন থেকে চার হাজার শিক্ষার্থী মিছিল নিয়ে রওনা হন। রায়সাহেব বাজার, তাঁতীবাজার ও বংশাল মোড়ে পুলিশের প্রতিবন্ধকতা তাঁরা ভেঙে ফেলেন। তিনি বলেন, গতকাল সচিবালয়ে মন্ত্রিসভার বৈঠক ছিল। তাই নিরাপত্তার স্বার্থে কাঁদানে গ্যাসের শেল ও জলকামান থেকে পানি ছিটিয়ে শিক্ষার্থীদের ছত্রভঙ্গ করা হয়।

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর নূর মোহাম্মদ বলেন, একাডেমিক কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কারাগারের জায়গাটি বরাদ্দ দেওয়া হলে ঐতিহ্য সংরক্ষণ করে জাতীয় চার নেতার নামে চারটি আবাসিক হল নির্মাণ করা হবে। এতে বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসন সমস্যার সমাধান হবে। এ ছাড়া শিক্ষার্থীদের সঙ্গে আলোচনা করে একটি সুষ্ঠু সমাধান নিশ্চিত করতে ব্যবস্থাপনা বিভাগের চেয়ারম্যান মনিরুজ্জামানকে আহ্বায়ক করে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। এই কমিটির আজ শিক্ষার্থীদের সঙ্গে আলোচনা করার কথা রয়েছে।

গত রোববার উপাচার্য মীজানুর রহমানের সভাপতিত্বে সব অনুষদের ডিন, বিভাগীয় চেয়ারম্যান এবং প্রশাসনের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের জরুরি সভায় শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জানানো হয়। তবে শিক্ষা কার্যক্রম যাতে ব্যাহত না হয়, সে বিষয়ে শিক্ষার্থীদের সচেতন হওয়ার আহ্বানও জানানো হয় ওই সভায়।

নিন্দা: সিপিবির সভাপতি মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম ও সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ আবু জাফর আহমেদ এক বিবৃতিতে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের ওপর পুলিশের হামলার নিন্দা জানিয়েছেন। এ ছাড়া বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্ক্সবাদী) ও সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট এ হামলার নিন্দা জানিয়ে বিবৃতি দিয়েছে।